দৈনিক বাংলা

003

তারিখ ... ২১/১১/৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

চাকরিতে মহিলাদের বয়সসীমা

দৈনিক বাংলার জনমত কলামে জনৈক পত্রলেখক মহিলাদের চাকরির বয়স সম্পর্কে কিছু সুপারিশ রেখেছেন। অন্যান্য পেশার জন্যে নির্ধারিত বয়সের সীমা মহিলাদের ক্ষেত্রে শিথিল হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকতার বেলায় এরকম নয়। সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যে বয়সের সর্বোচ্চ সীমা ৩০ বৎসর নির্ধারিত হয়েছে। পত্রলেখকের মতে এ ক্ষেত্রেও মহিলাদের জন্যে বয়সের সীমা শিথিল করা উচিত।

বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে বলে আমরা মনে করি। আমাদের দেশের মহিলারা যথাসময়ে লেখাপড়া শেষ করে সঠিক বয়সে চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন এমন আশা করা যায় না। এ সমাজে মেয়েদের পড়াশোনার বিষয় এখনও প্রাথমিকভাবে বিবেচ্য নয়। পরিবারের ছেলেদের পড়াশোনার ব্যয় বহনের পর অভিভাবকের উদ্বৃত্ত সামর্থ্য থাকলেই তখন মেয়েদের কথা সাধারণত বিবেচনা করা হয়। এবং বাধা বিঘ্ন দেখা দিলেও তার ধাক্কাও মেয়েদের ওপরই প্রথমে আসে। কেউ বা বিয়ের পর সংসার ধর্ম পালন করে ধীরেসুস্থে লেখাপড়া করেন। তাই লেখাপড়া শেষ করা এবং চাকরিতে যোগ দেবার বয়স রক্ষা করা অধিকাংশ মেয়ের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এজন্যে মহিলাদের চাকরির বয়স সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার প্রসঙ্গ যুক্তিসঙ্গত বলেই আমরা মনে করি। বিশেষ করে সরকার যখন চান যে মেয়েরা আরও অধিক সংখ্যায় কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসুক।

পত্রলেখক শিক্ষকতার পেশার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি গ্রামের শিক্ষিত মহিলাদের জন্যে কর্মসংস্থানের প্রধান অবলম্বন বলা যায়। বয়সের অসুবিধার জন্যে মহিলাদের এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি না হলে মহিলারা অসুবিধায় পড়েন। মহিলাদের চাকরির বয়স এক্ষেত্রে শিথিল করা হলে মহিলারা লেখাপড়ায় যেমন উৎসাহিত হবেন তেমনি অনেক দরিদ্র পরিবারও উপকৃত হবে।